

তবে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর অন্যতম ইসলামী আন্দোলন সংসদ নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনেও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই 'সদ্ব্যবস্থা কার্যকর করতে ইতিমধ্যে তারা মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা পাঠিয়েছে যে দলের দায়িত্বশীল কেউ যাতে এই 'নির্বাচনে অংশ না নেন। যদিও ইসলামী আন্দোলন স্থানীয় সরকারের আগের উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল।

সংসদ নির্বাচন বর্জন করে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে জামায়াতের নেতারা বলছেন নির্বাচন কমিশন তাঁদের দলের নিবন্ধন বাতিল করেছে। সংসদে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব নেই, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় দলের অস্তিত্ব দেখানোটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ কারণে এবারের উপজেলা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা নমনীয়। তবে তাঁরা ঢালাওভাবে নির্বাচন করছেন না। কেবল যেসব এলাকায় দল সাংগঠনিকভাবে ভালো অবস্থায় আছে, সেসব জায়গায় প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে যশোর, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, গাইবান্ধাসহ" বিভিন্ন উপজেলায় জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছেন বলে প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

সম্ভাবনা আছে, এমন উপজেলায় প্রার্থী

যদিও বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীও এই সরকারের অধীন সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা না পেয়ে বিগত সে জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এর চার মাসের মাথায় আগামী ৮মে স্থানীয় সরকারের উপজেলা পরিষদের প্রথম ধাপের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সে 'নির্বাচনে অধোষিতভাবে জামায়াতের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নিচ্ছেন।

প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপজেলায় জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থীরা মাঠে নেমেছেন।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩০০৩২০২৪

মান্দোলনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, যাঁরা দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচন করবেন, তাঁদের বির